কান্দকেলগাওনের গল্প

বলাঙ্গির জেলার সানতাল বল্কের কান্দকেলগাওন গ্রামে দারিদ্রতার জাল ছিঁড়ে দেবার জন্য
স্ত্রীলোকদের এক সাহসী পদক্ষেপ।

গ্রাহর হেলর, এস.ডি.ত্রিপাঠী, বি. কে. শতপতি, মুকুন্দ নায়ক এবং দিপ্তী বেহেরা

বিশ্বের জনসংখ্যার এক তৃতীয়াংশ লোক দারিদ্রতার মধ্যে বসবাস করে বলে বর্ণনা করা হয়েছে এবং তা দেখা যায় ভারতবর্ষ। এই বিশাল দেশের সকল রাজ্য এবং জেলার তুলানায় পশ্চিম উড়িষ্যার কালাহান্ডি বলঙ্গির এবং নুয়াপাড়া জেলা সবচেয়ে দরিদ্রতম জেলা। যদি বলঙ্গিরের দক্ষিণে ২০১ নম্বর রাস্তায় আপনি যাত্রা করেন, তাহলে দেখা যায় রাস্তাটি অতি সঙ্কীর্ণ এবং একটি বাহন যাওয়ার পক্ষেই উপযুক্ত যার পলে প্রত্যেক বারই অপদিকে থেকে আসা ট্রাক বা গাড়ীকে রাস্তা ছেড়ে দিতে হয় অথবা দুইদিকের বাহনকেই খুবই সর্ন্তপণে রাস্তার ধার দিয়ে পাশ কাঠাতে হয়। এই রাস্তার ৩০ কি.মি. পরে বাঁদিকে একটি ছোট রাস্তা ঢুকে যায় — এই রাস্তাটির কিছু কি.মি দূরে একটি গ্রাম আছে যেখানে ৬০০টি পরিবার বসবাস করে। এই ইট মাটির বাড়ীগুলিকে বসবাস করে অন্নুনত জাতি, অন্নুনত জনজাতি এবং অনান্য পিছিয়ে থাকা বর্গের লোকজন। গ্রামের সর্বত্র এই ঘরের এবং বাঁশের চালাগুলিতে স্ত্রীলোক এবং পুরুষেরা ঘন্টার পর ঘন্টা বসে শাড়ী বোনে। এই কাপড়ের এবং সুতোর বড় বড় জাল গ্রামের সরু রাস্তাকে আরো সঙ্কীর্ণ করে দিয়েছে।

দারিদ্রতার জাল

শ্রী বি. কে. শতপতির কথায় "এই লোকেরা দারিদ্রতার কবলিত" শ্রী শতপতি কাজ করেন সহভাগী বিকাশ অভিযান (এস ভি এ) নামক বেসরকারী সংস্থায় যার অর্থ উন্নতির সহভাগীর লক্ষ্যে এক কার্য্যকরী দল। প্রায় একবছর ধরে তিনি জলছায়া অঞ্চলের উন্নতি প্রকল্পের শুরু করার লক্ষ্যে কাজ করছেন। ইউ কে গর্ভনমেন্ট ডিপার্টিমেন্ট ফর ইন্টারন্যাশলাল ডেভলপমেন্টের সাহায্যপ্রাপ্ত পশ্চিম উড়িষ্যার গ্রামীন জীবিকা নির্বাহন প্রকল্পের রূপায়ণ সংস্থাগুলির মধ্যে অন্যতম সংস্থা হলো 'এস.ভি.এ'। পশ্চিম উড়িষ্যার জল হচ্ছে দুষ্প্রাপ্য প্রয়োজনীয় জিনিষ এবং জলছায়া হচ্ছে একটি উপযোগী ভৌগলিক স্থল যা ওই জায়গার বৃষ্টির জলকে একজায়গায় ধরে রাখে। ভারতে, জলছায়া, তার পাশ্ববর্তী মাটি ও বিভিন্ন পুকুরে জল সংরক্ষণের মাত্রা যা জল সংগ্রহন নামে খ্যাত, উপর কাজ করা হচ্ছে এবং এই সব ক্ষেত্রে উন্নতির চেষ্টা করা হচ্ছে যার দ্বারা স্থানীয় লোকেদের জীবিকার উন্নতি সম্ভব।

কান্দকেলগাওনের তাঁত শিল্প, ছবি স্ত্রীম ২০০৫

আমরা প্রশ্ন করি, দারিদ্রতার জাল কি?

‘এরা হচ্ছে সৃজনশীল তাঁত শিল্পী, এদের বোনা কাপড়ের নকশায় স্বতন্ত্র শৈলী লক্ষ্যনীয়, কিন্তু যারা এদের সুতো সরবরাহ করে, তারাই তাঁতীদের কাছ থেকে কাপড়গুলি নিয়ে বাজারে বিক্রি করে এবং তাঁতীদের খুবই সামান্য দিনমজুরী দেয়

সুরজালী কাঠা, কান্দকেলগাওন, ছবি স্ট্রীম ২০০৫

যদি তারা দক্ষ এবং পরিশ্রমী হয় তবে তারা শুধু ২৫ - ৩০ টাকা (আমেরিকার মুদ্রায় ৬০ - ৭০ পয়সায় সমান) প্রতি দিনে আয় করতে পারে।

এই অবস্থায়, তাঁত শিল্প জীবিকা নির্বাহনের জন্য উপযুক্ত আয় জোগাতে সক্ষম হয় না এবং মানুষেরা দারিদ্রতার জাল থেকে মুক্তি পাবার রাস্তা খুঁজতে থাকে।

জীবনে আশার আলো

কিছু বছর পূর্বে, গ্রামের এক জায়গায় আশে পাশের বাড়ীর কিছু মহিলা তাঁতীরা মিলে নিজেদের অবস্থা নিয়ে আলোচনা করতে শুরু করলো এবং তার ফলে তারা একটি স্বসাহায্যকারী দল গঠন করলো, যাকে তারা ‘জীবন জ্যোতি’ নামে নামকরণ করলো।

১০০ বছরের বেশী সময় থেকে, কান্দকেলগাওনের মত আশেপাশের বেশীরভাগ গ্রাম, বৃষ্টির জলকে পুকুরে (ট্যাঙ্কে) সংগ্রহ করে রাখতো। ৯ হেক্টরের সুরজালী কাঠাতে অন্ততঃ প্রতিদিন ১০০০ লোক স্নান করে, গুরু, ছাগল, ভেড়া এর চারপাশে চরে বেড়ায় এবং সংরক্ষিত জলে মহিষরা গা ভিজিয়ে বসে থাকে এবং এই জলে দ্বারাই বাঁধের নীচে গ্রামবাসীরা ধান চাষ করে, জীবন জ্যোতির স্ত্রীলোকেরা জানতো যে এই পুকুর (ট্যাঙ্ক) মাছ চাষের জন্য ইজারায় (লিজে) নেওয়া যেতে পারে এবং তারা এই বিষয়েও সচেতন ছিল যে বাৎসরিক ইজারা মাছের চারাপোনা ছেড়ে বড় মাছ পর্য্যন্ত চাষ করার জন্য সময় হিসাবে পর্য্যাপ্ত নয়।

শ্রীমতি সৌদামিনী মেহের (বাঁদিকে), শ্রীমতি সুভাসিনী মেহের (মধ্যে) এবং জীবন জ্যোতি দলের অন্যান্য সদস্যগণ। ছবি স্ট্রীম ২০০৫

জীবনের নতুন দিক

পূর্ব ভারতের কৃষক এবং মৎসকৃষকদের সুপারিশের উপর আধারিত দিল্লীর নীতি নির্ধারকদের আদেশের উপর নির্দেশিত ২০০৩ এ উড়িষ্যা সরকার সকল জেলা শাসকদের নির্দেশ দিল ইজারার সময় এক বছর থেকে বাড়িয়ে পাঁচ বছর করে দেওয়া হোক।

জীবন জ্যোতির পনেরো জন সদস্যা এই পরিবর্তনের বিষয়ে স্থানীয় মৎস অধিকারী মুকুন্দ নায়েকের কাজ থেকে জানতে পারলেন, তারা এরা গুরুত্ব বুঝলো এবং তাদের জীবিকার উন্নতির দিকে এক নতুন সুযোগের কথা বুঝতে পারলো। শ্রীমতী শুভাসিনী মেহের (জীবন জ্যোতি, নির্দেশক), শ্রীমতী সৌদামিনী মেহের (অধ্যক্ষ) এবং অনান্য সদস্যাগন, সকলেই এই সুযোগের সদ্ব্যবহারের জন্য উদ্যোগী হলেন, এই নতুন ইজারার সময়কাল তাদের জীবনে নতুন দিকে দিলো। এই দল ওয়াটারশেড কমিটির নির্দেশক শ্রী প্রেমানন্দ ভুঁই এর সাথে যোগাযোগ করলো, এবং সুরজালী কাঠাকে ইজারায় দেবার জন অনুরোধ করলো, আলোচনার পরে জেলা শাসক এই স্ত্রীলোক দলের পক্ষে ইজারায় বন্দোবস্তে রাজী হলেন।

অধিকারের জন্য সংঘর্ষ

এই বিষয়টি তাঁতীদের জন্য কোন ছোট ঘটনা নয়, পাঁচ বছরের লিজের জন্য টাকার পরিমান ছিলো ১,৭৬,৯২২ টাকা (আমেরিকার মুদ্রায় ৪,২১২ ডলার) এবং ইজারা নেবার পাকা কথার জন্য প্রথম কিস্তির মূল্য হচ্ছে পুরো টাকার পরিমানের ৫০ প্রতিশত। জীবন জ্যোতি দলের স্ত্রীলোকেরা ছিলেন অনুন্নত জনজাতি এবং অনান্য পিছিয়ে থাকা বর্গের থেকে যার ফলে তারা তাদের লক্ষ্য পূরণের জন্য মঞ্জুরী ও কম দরে ঋণ পাবার যোগ্য ছিলো। যাই হোক, গরীব লোকেরা ভালোভাবেই জানে, সংঘর্ষ একটি জিনিষ এবং সুরক্ষা অন্য জিনিষ।

জীবন জ্যোতির সাফল্য। ছবি স্ট্রীম ২০০৫

যদিও পাঁচ বছরের জন্য ইজারার বন্দোবস্ত হলো কিন্তু সুরজালী কাঠার শ্রেণীবিভাগ নিয়ে সমস্যা ছিলো, পুকুরটি (ট্যাঙ্ক) মধ্যমধরণের জলসেচনা প্রকল্প হিসাবে নথিভুক্ত আছে যা পূর্বানিয়ামনুযায়ী ৫ বছরের জন্য ইজারার দেওয়া যাবে না। আবার যতক্ষণ পর্য্যন্ত শ্রেণীবিভাগের সমস্যার সমাধান হচ্ছে না ততক্ষন স্ত্রীলোকদের পক্ষে মঞ্জুরি এবং ঋণ ও অনুমোদন হবে না, এবং প্রথম কিস্তির টাকা না জমা করতে পারলে ইজারা অন্য কোন দলের কাছে চলে যাবে। তারা ঋণের জন্য বলাঙ্গির আঞ্চলিক গ্রামীন ব্যাঙ্কে গিয়েছিল, ব্যাঙ্ক তাদের ১০.৫০ শতাংশ বার্ষিক সুদের হারে ২৫,০০০ টাকা ঋণ দেবে বলে রাজী হলো। তাদের কাছে বাকী ৬৫,০০০ টাকা জোগাড় করার শেষ একটিই উপায় ছিল স্থানীয় সুদকরের কাছে থেকে ৫শতাংশ মাসিক সুদের হারে টাকা ধার করা, দলের সবাই মিলে আলোচনা করলো। শ্রী নায়ক তাদের মাছ চাষ সম্বন্ধিত প্রযুক্তিগত বিদ্যা দিয়ে সাহায্য করবে বলে আশ্বস্থ করলো। এই পুকুরের শ্রেণীবিভাজনের অনিশ্চিয়তা ও চড়া সুদের হার দেখে পাঁচ সদস্যা ঝুঁকি নেবার পক্ষে না গিয়ে দলত্যাগ করলো। দলের বাকী সদস্যারা এক বছর ধরে তাদের দাবী নিয়ে তিনবার জেলাশাসকের কাছে যাওয়ার পরে এটা পরিস্কারভাবে সামনে এলো যে এই পুকুরটি মধ্যমমানের জলসেচনের প্রকল্পের অন্তর্গত নয় এটি পঞ্চায়েতের পুকুর, এবং অবশেষে জেলাশাসকের দপ্তর থেকে ইজারার নির্দেশ জারী করা হলো। ভাগ্য (এই সময়ে) সাহসিনীদের পক্ষে গেল, স্ত্রীলোকেরা পুকুর ইজারায় পেলো।

মাছের চারা বহনের জন্য এ্যলুমিনিয়ামের হাঁড়ি,
ছবি স্ট্রীম ২০০৫

যত তাড়াতাড়ি সম্ভব তত তাড়াতাড়ি তাদের ধার শোধ করবার জন্য এবং সুদের হার কমানের জন্য দলের মহিলারা কাঠা থেকে কিছু ছোট মাছ ধরে বিক্রি করলো। পশ্চিম উড়িষ্যার গ্রামে এই সকল মাছের ভালো বাজার আছে এবং স্ত্রীলোকের পুকুর পাড়েই কান্দকেলগাওনের লোকেদের কাছে ও অন্যান্য জায়গায় থেকে আসা সাইকেলে মাছ বিক্রি করা লোকেদের কাছে তাদের চাষের মাছ বিক্রি করে ফেললো। স্ত্রীলোকেরা ৩ মাসের মধ্যে স্থানীয় সুদকরকেও ব্যাঙ্ককে ঋণের টাকা শোধ করতে সক্ষম হলো এখন তারা পরবর্ত্তী বছরের জন্য মাছের চারা মজুত করার চিন্তাভাবনা করতে পারে।

মাছের চারার সন্ধান

পশ্চিম উড়িষ্যায় মাছের ডিম পাওয়া সহজলভ্য নয়; মাছের হ্যাচারি কোথায়, মাছের চারা কোথায় পাওয়া যাবে, কি এবং কোথায় কিনতে পাওয়া যাবে এই সকল জিনিষ খুঁজে বের করা কান্দকেলগাওনের স্ত্রীলোক তাঁতীদের কাছে ছিল এক প্রতিদ্বন্দিতা স্বরূপ। সরকারী মৎসবিভাগের সাথে মিলে পশ্চিম উড়িষ্যার গ্রামীন জীবিকা নির্বাহন প্রকল্পের ক্ষমতা বর্দ্ধনকারী দল তাদের সাহায্যের জন্য উদ্বর্ত হলো। এই দল ২০০৪ এর আগষ্ট মাসে দূরবর্তী বিনিকা হ্যাচারি থেকে ২০০,০০০ মাছের ছোট চারা নিয়ে আসলো। কিন্তু পুকুরে মাছের ছোট চারা মজুত করা সম্ভবপর হয় না কারণ শিকারী পাখীদের জন্য তাদের সংখ্যা ক্রমেই হ্রাস পেতে থাকবে। সুতরাং শ্রী নায়কের উপদেশ অনুযায়ী এই মাছের ছোট চারাগুলিকে চাষ করার জন্য জীবন জ্যোতির সদস্যাগন পঞ্চায়েতের অন্য দুটি ছোট পুকুর ইজারায় নিল। ২০০৪ এর অক্টোবরে যখন মাছের এই ছোট চারাগুলি একটু বড় চারায় পরিনত হলো (৭০ - ১০০ মি. মি.) তখন সুরজালী কাঠাতে ৫০,০০০ মাছের চারা মজুত করা হলো, মাছের চারা স্থানান্তরনের জন্য এ্যালুমিনিয়ামের হাঁড়ি ব্যবহার করা হয়েছিল যা রিক্সায় করে ছোট পুকুর থেকে সুরজালী কাঠা অব্দি নিয়ে যাওয়া হয়েছিল।

সুরজালী কাঠায় মাছ বিক্রির জায়গা। ছবি স্ট্রীম ২০০৫

প্রথম বর্ষে পুকুরে মাছের চাষে প্রায় ৫০০ কিঃ গ্রাঃ ক্ষতি হয়েছিল, কারণ যখন মাছগুলি প্রায় ৩০০ গ্রাম ওজনের ছিল তখন বর্ষার জল পুকুর ভরে যাওয়ায় আশেপাশের ক্ষেতে মাছসহ জল ঢুকে গেছিল। তখন তারা

জীবন জ্যোতির মহিলারা মাছ ওজন করছে ও ব্যবসায়ীদের কাছে বিক্রি করছে। ছবি স্ট্রীম ২০০৫

শিখল যে বর্ষায় বন্যা কমে যাবার পরে পুকুরে মাছ মজুত করতে হয়, এতসবের পরেও তারা ২০০৫ এর ফেব্রুয়ারী থেকে মার্চ মাসের মধ্যে ভালোমানের ৩১৮১ কিঃ গ্রাঃ মাছ ধরলো যার দাম ছিলো ১২৭,২৪১ টাকা (আমেরিকার মুদ্রায় ৩০৩০ ডলার) এই সকল মাছ সুরজালী কাঠার মাছ বিক্রির জায়গায় বিক্রি করা হলো যেখানে বিভিন্ন ব্যবসায়ী এবং গ্রামবাসীরা মাছ কিনতে আসতো মাছের দাম ছিল ৪০ - ৪৫ /কেজি।

এখন দলের কাছে আছে সেইসব জনের আত্মবিশ্বাস যারা সংঘর্ষ করে অবশেষে জয়লাভ করেছে। তাদের কাছে তাদের কাজ করার পদ্ধতিকে উন্নত করার জন্য ইতিমধ্যেই বিভিন্ন পরিকল্পনা আছে। তারা পুকুরের জল ঢোকার নালাগুলির মুখ জাল দিয়ে আটকাতে চায় যার ফলে মাছেরা এই নালা দিয়ে বাইরে বেরিয়ে যেতে পারবে না। তারা বড় পুকুরের মধ্যেই মাছের ছোট চারাগুলিকে 'পেন' চাষের পদ্ধতিতে বড় করতে চায় যার ফলে তাদের রিক্সা করে মাছের চারা স্থানান্তরন করতে হবে না। এই দল একটি ঘর তৈরী করবে যেখানে জাল অন্যান্য মাছচাষের যন্ত্রপাতি রাখা যাবে এবং যারা পাহারদারীর কাজ করবে তারাও ওখানে বসে কাজ করতে পারবে।

মে মাসের এক সকলে আমরা, সুভাসিনী মেহের ও দলের সাথে কাটালাম, স্ত্রীলোকেরা প্রায় ৫০ কিঃ গ্রাঃ মাছ ব্যবসায়ীদের কাছে বিক্রি করলো এবং তা ছাড়াও গ্রামবাসীরা একটি অথবা দুইটি মাছ কেনার জন্য লাগাতারভাবে আসছিলো।

জীবন জ্যোতির মহিলাদের কাছে ছোট ওজনের তুলাদন্ড আছে যাতে কেবল ২ কিলোর মাছই একবারে ওজন করা যায়। তারা মাছের ওজন করার সময় তুলাদন্ডের মাছের দিকের পাত্রটিকে ওজনে বেশী রাখে যার ফলে ক্রেতারা সবসময়েই লাভবান হয়। এইভাবে বড় মাত্রায় কেনা বেচায় বড় মাপের অংশে ব্যবসায়ীদের কাছে চলে যায়।

দুই বছরের এই কম সময়ে তাদের দারিদ্রতার জাল ভেঙে বেড়িয়ে আসার সাহসিক পদক্ষেপ এবং মাছচাষের সুযোগের সাহায্যে জীবন জ্যোতির সদস্যদের জীবিকা নির্বাহনে বড় মাপের উন্নতি হয়েছে। এখন শুধু তাদের কাছে টাকাই নয়, সুযোগও আছে। বলাঙ্গির আঞ্চলিক গ্রামীন ব্যাঙ্ক থেকে ১৫০,০০০ (আমেরিকার মুদ্রায় ৩,৫৭১ ডলার) টাকার ঋণ পাওয়া যাবে এবং ১০০,০০০ টাকা (আমেরিকার মুদ্রায় ২,৩৮১ ডলার) মঞ্চুরী হয়েছে জীবন জ্যোতি দলের জন্য। এই দলের ব্যাঙ্কের সঞ্চয় এবং টাকার পরিমান ভালো যা একটি মাঝারি থেকে ছোট মানের ব্যবসা শুরু করার জন্য এক বলিষ্ট ভিত্তি। গরীবদের পক্ষে ইহা ব্যায়সাধ্য হয় যদি ৫ শতাংশ সুদের হারে ঋণ নিতে হয় যদিবা তা হয়তো আপতকালীন অসুখ-বিসুখের সময়ই হোক না কেন। কান্দকলগাওনের বলাঙ্গির আঞ্চলিক গ্রামীন ব্যাঙ্কের নিজস্ব শাখা আছে এবং তাদের বিভিন্ন রকমের আর্থিক যোজনা আছে, যা

এখন সুভাসিনী মেহের, সৌদামিনী মেহের এবং দলের অনান্য সদস্যাদের কাছে লভ্য। সম্বলেশ্বরী যোজনার অর্ন্তগত সঞ্চয় প্রকল্পের এই দলের প্রত্যেকের কাছে ব্যক্তিগত ভাবে ৫০০০ টাকার সঞ্চয় আছে এবং যাতে ৭ শতাংস বার্ষিক দরে তারা সুদ পেয়ে থাকে, তাছাড়াও জীবন বীমা বাবদ ৫০,০০০ টাকা (আমেরিকার মুদ্রায় ২,৭৬২ ডলার) এই যোজনার অন্তর্গত।

মাছ বিক্রির মধ্যবর্তী সময়ে ছায়ায় বসে আমরা আলোচনা করছিলাম, তখন মহিলারা বললেন যে এখন মাছ চাষ তাদের কাছে সবচেয়ে ভালো ব্যবসার সুযোগ। এই দলের সবচেয়ে বৃদ্ধা সদস্যা যিনি, তার পাকা চুল রোদ পড়ে চক চক করছে। এই প্রচন্ড

জীবন জ্যোতি — তাদের শাড়ী এবং তাদের মাছ। ছবি স্ট্রীম ২০০৫

রৌদ্রে, প্রায় ৮০ডিগ্রীরও বেশী তাপমাত্রায় হঠাৎ করে দাঁড়িয়ে আমাদের বলেন 'আরেকটি ছবি তুলুন', এবং নিজের বোনা শাড়ী পরে তিনি জলে নেমে হাপায় বিক্রির মাছ থেকে মাছ হাত তুলে নিয়ে ক্যামেরার দিকে মুখ করে দাড়ালেন। অনান্যরাও তার অনুসরণ করলো।

স্থানীয় অন্যান্য ১৮টি স্ব-সাহায্যকারী দল এখন জীবন জ্যোতির উদাহরণের সমকক্ষ হতে চায়, এবং এই অঞ্চলের ৫ কি. মি. পরিধির মধ্যে অনেক ছোট, বড় পুকুর আছে। শ্রী শতপতি প্রস্তাব দিয়েছেন যে, সানতাল ব্লক মৎসসেবাকেন্দ্র স্থাপন করার জন্য একটি আদর্শ জায়গা, যার দ্বারা এখানের স্বসাহায্যকারী দল যারা মাছ চাষ করতে চায় তারা উপকৃত হবে।

কান্দাকেলওনের মৎসসেবাকেন্দ্র। ছবি স্ট্রীম ২০০৫

আমাদের ফিরে আসার সময়, মহিলারা আমাদের নিয়ে গেল মৎসসেবাকেন্দ্র খোলার জন্য প্রস্তাবিত বাড়ীটিতে। আমরা সবাই একমত হলাম যে এর থেকে ভালো জায়গা হতে পারে না।

পশ্চিম উড়িষ্যার গ্রামীন জীবিকা নির্বাহন প্রকল্পের বিষয়ে আরো বিশদ তথ্যের জন্য যোগাযোগ করুন www.worlp.com

সহভাগীভাবে মাছ চাষের গবেষণা এবং পূর্ব ভারতে উন্নতির বিষয়ে আরো বিশদে জানতে হলে যোগাযোগ করুন ডি এফ আই ডি ন্যাচারাল রিসোর্সেস সিষ্টেম প্রোগ্রাম অথবা নাকা স্ট্রীম ইনিশিয়েটিভ — এই গল্পটি ডাউইলোড করা যাবে streaminintiative.org